দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 JUN 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

6

20

জনশিক্ষার উদ্যোগ ঃ একটি পর্যালোচনা

সালেহ চৌধুরী

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী দেশে গণশিক্ষা বিপ্লব শুরু করার আভাস দিয়েছেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রীর মতে,–দেশে যে ক্ষেত্রে নিরক্ষতার গতি দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে, সেক্ষেত্রে সাক্ষরতা এগোচ্ছে শম্বুকগতিতে। এমন একটা অবস্থায় গণশিক্ষার ব্যাপক কার্যক্রম অবশ্যই অপরিহার্য।

দ্রুতগতিতে নিরক্ষরের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্বুকগতিতে হলেও সাক্ষরতার অগ্রগতি আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হলেও বাস্তবে নয়। এমনিতে দেশের মোট জনসংখ্যাকে সাক্ষর আর নিরক্ষর দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত কল্পনা করে মনে হতে পারে একটির বৃদ্ধি অপরটির হ্রাস ঘটাতে বাধ্য। তবে জনসংখ্যা যেহেতু কোনো স্থির বস্তু নয়, বরং দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিশীল, তাই আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী একটা অবস্থারও সত্য হওয়া সম্ভব। আদতে হচ্ছেও তাই। প্রচলিত ব্যবস্থায় শিক্ষিতের সংখ্যা কিঞ্চিৎ বাড়লেও বর্ধিত জনসংখ্যার বিপুলতর অংশনিরক্ষরদের দলে যোগ দিয়ে অর্জিত সাফল্যকে ব্যর্থতার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। দেশে শিক্ষার হার বাড়ছে না। এমনিতে যদিও আজকাল শিক্ষিতের হার চব্বিশ–পঁচিশ শতাংশে বলে দাবী করা হয়, অনেকেই তা বিশ্বাস করতে রাজী নন। তাদের মত, শিক্ষিতের হার এখনো বড়জোর কুড়িতেই আছে কিংবা তারও নিচে নেমে গেছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো বড় উদ্যোগের আগে এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে নির্ভুল তথ্য প্রয়োজন। তবে আমাদের ক্ষেত্রে তার তেমন প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কুড়ি থেকে পঁচিশ এক্ষেত্রে এমন বড় কোনো পার্থক্য নয়। কম করে হলেও আমা-দের নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার তিনচতুর্থাংশে। এমন বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর মানুষের ভার নিয়ে একটি আধুনিক রাষ্ট্র চলতে পারে না। পারছেও না। আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্রজীবনের বিকাশের পথে নিরক্ষরতার এই অভিশাপ প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে, হিসাব–নিকাশ তুলে রেখেও কাজে হাত দেয়া সম্ভব। আর তাই করা উচিত। অবশ্য কাজ চলতে থাকলেই প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান পাকা করে নেয়া যেতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে অতীতে যে কিছুই ভাবা হয়নি এমন নয়। স্বাধীনতার পর পরই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশ আশি সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করার এক উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। আদতে এতে কোনো অভিলাষ কিংবা পরিকল্পনার কোনোই যোগ ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। সে ছিল অনেকটা বলার কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও ছিল না। ফলে, এমন স্বল্প সময়ে এত বড় দায়িত্ব পালন কি করে সম্ভব এ নিয়ে বিদেশী শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা বিচলিত বোধ করলেও কাজের অগ্রগতি কিছুই ঘটেনি প্রায়।

পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কোনো সময়সীমা ঘোষণা না করলেও জনশিক্ষার একটি বড় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে এ উদ্যোগ পরিত্যক্ত হলেও একটি বিশেষ কারণে উদ্যোগটি স্মর-ণীয়। এ বিশেষ দিকটি পরে উলেখ করা হবে।

এরপর প্রেসিডেন্ট এরশাদ তার শাসনামলের শেষ ভাগে এসে উনিশশ একানব্বই থেকে দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্যই এর লক্ষ্য ছিল জনশিক্ষার বিস্তার তথা নিরক্ষরতা হ্রাস। পরিপূরক ব্যবস্থা হিসাবে পথকলি বিদ্যালয় নামে খেটে খাওয়া শিশুদের জন্যে একটি শিক্ষা কার্যক্রমও চালু করা হয়।

জনশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। আদতে এটাই সর্বোত্তম পন্থা। তবে আমাদের মত আর্থ–সামাজিক অবস্থায় এমন সুবিশাল কর্মসূচী রাতারাতি হাতে নেয়ার বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে তখনই কিছু সংশয় প্রকাশ পেয়েছে এবং এরশাদের পতনের পর এ কর্মসূচী আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তই সব মহলের সমর্থন পেয়েছে।

পথকলি প্রকল্প নিয়েও কিছু সমালোচনা ছিল। যা এক কথায় উড়িয়ে দেয়ার নয়। যেমন, অনেকেই মনে করবেন, প্রচার মূল্যই ছিল এর বড় আকর্ষণ। প্রকল্পটি এখনো চালু থাকলেও এ নিয়ে স্থানীয় সিদ্ধান্ত অপেক্ষমান। জনশিক্ষার নয়া উদ্যোগের সঙ্গে এ প্রকল্পকে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনসহ সমন্বিত করা যেতে পারে। জনশিক্ষাকে ব্যাপক করে তুলতে হলে কর্মজীবী শিশুদের অব-শ্যই কোনো–না–কোনো কর্মসূচীর আওতায় আনতে হবে। বিশেষ প্রক-ল্পের প্রয়োজন অনস্বীকার্য যে কোনো সদিচ্ছাই এদের প্রথাগত বিদ্যালয়ে টেনে আনতে পারবে না।

আমাদের ইতিহাসের বিগত তিনটি অধ্যায়ে জনশিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচীর বিশেষ করে এর ব্যর্থতার দিকগুলির উল্লেখ উদ্দেশ্যহীন নয়। যেকোনো নতুন উদ্যোগ গ্রহণের প্রাক্কালে এ দিকগুলো তলিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ন্যূনতম সাফল্যও যদি আমাদের কাম্য হয়।

শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে নিরক্ষরতা বিমোচনের প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে, এ প্রশ্নে স্থির রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আমাদের অভিজ্ঞতাও বলে স্লোগান এক্ষেত্রে কিছুই দিতে পারে না। স্বাধীনতার পর বড় ঘোষণা দিয়ে বাড়ানোর অধিক কিছুই আমরা করতে পারিনি।

এক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দেয়ার বিপদ হচ্ছে– অনিশ্চিত সামর্থ্য নিয়ে কতটুকু কখন করা সম্ভব হবে তা অতিবড় বিশেষজ্ঞের পক্ষেও বলা অসম্ভব। আর এ কেবল অর্থ–বিত্তের সামর্থ্যই নয়। প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি বা কর্মীবাহিনীর কথাও বিবেচনায় নিতে হবে।

জনসংখ্যা বা সাক্ষরতার সংজ্ঞা নির্ধারণও একটি প্রাথমিক করণীয়। এককালে সই করতে পারলেই সাক্ষর গণ্য করা হতো। এ ধারণা এখন বিশ্বময় পরিত্যক্ত। শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণে সই করার ক্ষমতা কোনো সাহায্যই করে না।

এদেশে প্রেসিডেন্ট জিয়াই প্রথম এ বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন। তার পরিকল্পিত সাক্ষরতার ন্যূনতম ব্যবহারযোগ্য শিক্ষার শর্ত সংযোজিত ছিল। আদতে এটুকু বাদ দিলে সাক্ষ-রতা কোনো অর্থই বহন করে না। একেই আমরা প্রেসিডেন্ট জিয়ার গণশিক্ষা কর্মসূচীর বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক বলতে চাই।

উদ্যোগের বাস্তবায়নে কিন্তু এ বিশেষ দিকটির প্রতি কারো নজর ছিল তা মনে হয়নি। গ্রামে গ্রামে যেটুকু কাজ তখন চালু হয় তা সই করতে শেখানোয় নিবেদিত বলেই দেখা গেছে। অবশ্য এ বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা মূল্যায়নের মত সময় পায়নি। আরো কিছু দিন চালু থাকলে হয়ত তা লক্ষ্যের পরিপূরক হয়ে উঠতেও পারতো।

এদিকটি উল্লেখ করার লক্ষ্য হচ্ছে, এর মাঝে আমরা কিছু অভিজ্ঞতা অন্তত অর্জন করেছি। এমন তাৎপর্যপূর্ণ একটি উদ্যোগকে সূচনা থেকেই ত্রুটিমুক্ত করা এখন সম্ভব এবং একান্ত প্রয়োজন।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা এ সিদ্ধান্তে অন্তত আসতে পারি যে জনশিক্ষার যে কোনো উদ্যোগকে অব-শ্যই ব্যবহারযোগ্যতার ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে হবে এবং উদ্যোগটির পেছনে স্থির রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপস্থিতি আবশ্যিক।

এর পরই আসে বা আসতে পারে পদ্ধতির প্রশ্ন। পরে আসছে বলেই এর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। পদ্ধতিগত সিদ্ধান্তই সামর্থ্যগত প্রশ্নের সমাধান দেবে। এই সিদ্ধান্তটি আপাত দৃষ্টিতে যত জটিল মনে হয়, আদতে তেমন নয়। কেননা, আমাদের মত অবস্থায় থেকেও কয়েকটি দেশ বিগত বছরগুলোতে এক্ষেত্রে অর্থাৎ জনশিক্ষার বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমরা সহজেই তাদের অভিজ্ঞতা কাজে খাটিয়ে নিজেদের পথ সহজ করে নিতে পারি।

এ প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারতের কেরালা এবং গণচীনের দের এই প্রতিবেশীপ্রায় দেশগুলোর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া শিক্ষা এবং আর্থ–সামাজিক উন্নয়নে ঈর্ষণীয় নজীর স্থাপন করেছে। রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি না হলে শ্রীলঙ্কা বছর কয়েক আগেই নিরক্ষরতা পুরোপুরি দূর করার মত লক্ষণ পরি-স্ফুট করে তুলেছিল। গত মাস থেকে কেরালায় আর কোনো অশিক্ষিত নেই। বিশাল দেশ চীন পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচী নিয়ে লক্ষ্য পূরণের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

এই দেশগুলোর কর্মসূচীর দিকে নজর দিলেই প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতির প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত তা পরিষ্কার হয়ে উঠতে পারে। আমাদের শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের সাহায্য করার জন্যে প্রয়োজনীয় সাহি-ত্যেরও অভাব নেই।

অতিসম্প্রতি সাফল্য অর্জনকারী কেরালার বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা যায়। রাজ্য থেকে নিরক্ষরতা দূর করার সিদ্ধান্তটি ছিল সকল রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত। যার ফলে ভারতের অনেক রাজ্য থেকে তুলনায় পিছিয়ে থাকা কেরালা এ বিষয়কর সাফল্য তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ে অর্জন করতে পেরেছে।